ঘর

ঘর বলতে বাল্য হামাগুড়ি
ঘর বলতে ভিটে-মাটি-বাটি
ঘর বলতে প্রাচীনতম বট-অশ্বত্থ
ঘর বলতে গ্রামের নাম-আর-আলপথ
ঘর বলতে ফি বছরই বন্যা-প্রলয়
ঘর বলতে খরায় জ্বলার ভয়
এরই মধ্যে মন বদলের ছোটা
বিশুদ্ধ এক বাতাস নিয়ে ফেরা
ঘর বলতে টুসু-ভাদু-ঝুমুর তালে গান
নদ পেরোলে কদমখণ্ডী একতারাটার টান

ঘরগুলো আজ দু-আধখানা—একলা শোবার
কেউ কারো নয় — সবারই ভয় সব হারাবার।
সন্ধ্যে হলেই ভয় —
ঘরছাড়াদের স্কুলবাড়ী আশ্রয়
ভোর পড়ে থাকে সেই সবুজের ঘাসে
এখন যেখানে সি.আর.পি. এফ বসে

ঘর বলতে শীষের বাতাস নগ্ন শরীরময়
ঘর বলতে এখন কেবল রাঙা চোখের ভয়
ঘর বলতে সাতের প্যাঁচে পাঁচ
সাতপুরুষের ভিটেয় ঘুঘু-জোরজুলুমের রাজ
খুন-ধর্ষণ-আতঙ্ক আর ভয়
ঘরের কথা ভাবলে চোখে
বন্যা বয়ে যায় —

সুখময় পিয়ানো বাজায়

শীতের রোদ্দুর মাখা আদুরে চাদর।
ছেলেমানুষির হাওয়া ভরপুর।
ত্রিকালের আদিমতা মেখে
ঝড়-ঝঞ্ঝা-রক্তপাত শেষে
অন্তর্বাসহীন দিকশূন্য আদিবাসী মেয়ে
ডুব গেলে দ্যাখে তার স্নানের পুকুর,
থতোমতো বুকভারি ঝাপসা দুপুর

ফেরীওয়ালা এসময় যেত ঘর-ঘর
জয়নগরের মোয়া, নলেন ময়রার দর .....

কীসের গন্ধ আজ নেবে বল
সে সুবাস এখন অতীত

শুধু সে মেয়েটি জানে
বেসুরো জীবনের বিবিধ কৌতুক,
চয়নে - শ্রবণে, প্রশ্নময় নিষিদ্ধ মননে
সুখময় জানে সে-সব,
জানে, সাবানের মতো শব্দহীন
তার গায়ে পড়া ভাব
ভালোবেসে ফেলা তার জন্ম স্বভাব

শঙ্খ লেগেছে মনে—বন্যপ্রাণে
ভাঙাচোরা দাবী নিয়ে প্রাজ্ঞ পারিজাত
সর্বাঙ্গে ঋতু মেখে সুখময় অকস্মাৎ
গান গায়, পিয়ানো বাজায় —
জখম-অক্ষম বুকে পরিবর্তন
কাঁপা-কাঁপা উষ্ণ প্রস্রবণ
— তাকে ফের ডেকে নেয় অনুজ যৌবন।

অমিত গুপ্ত